হাদীস পড়ো জীবন গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

হাদীস পড়ো
জীবন গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

SAAMRA Staff Welfare Association

হাদীস পড়ো জীবন গড়ো

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-024-7

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
১৫তম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩

প্রকাশক
SAAMRA Staff Welfare Association

পরিবেশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল : shotabdipro@yahoo.com

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩০.০০ টাকা মাত্র

Hadith Poro Jibon Goro (Read Hadith Build life) By Abdus Shaheed Naseem, Published by SAAMRA Staff Welfare Association, Distributor : Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8317410, Mob : 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com. 1st Edition : February 1992, 15th Print : July 2013.

Price : Tk. 30.00 only.

সংকলকের আরয

আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ যেনো আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠে, সেজন্যে তাদেরকে সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে জ্ঞানার্জন করার পথ দেখাতে হবে। হাদীসের এ সংকলনটি সে মহান লক্ষ্যেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। তৃতীয় সংস্করণে এসে বইটিকে আরো সমৃদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি হাদীসের অনুবাদের নিচে একথা বলে দেয়া হয়েছে, নবীর এ বাণীটি কোন্ সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং কোন্ গ্রন্থ থেকে এখানে সংকলন করা হয়েছে। আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ এ থেকে উপকৃত হলেই আমি উপকৃত হবো।

আবদুস শহীদ নাসিম

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাদীস পড়ো জীবন গড়ো

হাদীস কেন পড়বো ?

ইসলাম আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। মানুষ যেনো তাঁর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করে মানুষকে সে পথ ও পন্থার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পথে চললে তিনি খুশী হবেন, তা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পথে চললে তিনি নারাজ হবেন, তাও বাতলে দিয়েছেন। জীবন যাপনের সঠিক নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষকে তার মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সফলতা লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। আর এই যে মুক্তির পথ আর সফলতা লাভের উপায়, তারই নাম হলো 'ইসলাম'।

সুতরাং মানুষ যদি আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলতে চায়, তবে তাকে অবশ্যি জানতে হবে, আল্লাহ্র পছন্দনীয় পথ কোন্টি? তাকে অবশ্যি জানতে হবে, তার মুক্তির পথ কোন্টি? তার সফলতা অর্জনের উপায় কি? অর্থাৎ তাকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু, ইসলাম সম্পর্কে জানার উপায় কি?

শেষ যামানার মানুষ যেনো ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, আল্লাহর পছন্দনীয় পথের সন্ধান পেতে পারে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা আরব দেশের একজন অত্যন্ত ভালো মানুষকে তাঁর বাণীবাহক নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ তাঁর কাছে মানুষের জন্যে তাঁর পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম' অবতীর্ণ করেন। তাঁর কাছে একখানা কিতাব নাযিল করেন। এ কিতাবের নাম 'আল কুরআন'। এ কিতাবের সমস্ত অর্থ ও মর্ম তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যে আল কুরআন ছাড়াও

তিনি আরেক ধরনের বাণী তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন। মানুষ কিভাবে আল কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি তাঁর উপর অর্পণ করেছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। তিনি সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাব মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ঃ

১. তাঁর বাণী, বক্তব্য ও কথার মাধ্যমে,
২. তাঁর কাজকর্ম এবং চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে,
৩. অন্যদের কথা ও কাজকে সমর্থন করা এবং অনুমতিদানের মাধম্যে।

নবী হিসেবে তাঁর এই তিন প্রকারের সমস্ত কাজেকেই 'হাদীস' বলা হয়। এই তিন ধরনের কাজকে তিন ধরনের হাদীস বলা হয় ঃ

১. তিনি তাঁর বাণী, বক্তব্য ও কথার মাধ্যমে মানুষকে যা কিছু বলে গেছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তার নাম হলো, 'বক্তব্যগত হাদীস'।

২. তিনি তাঁর কর্ম, চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে যা কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন, তার নাম 'কর্মগত হাদীস'।

৩. তিনি যা কিছুর সমর্থন ও অনুমোদন দিয়ে গেছেন, তার নাম হলো, 'সমর্থনগত' বা 'অনুমোদনগত' হাদীস।

তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম, আল্লাহর পছন্দনীয় পথ কোন্‌টি ? তাঁর অপছন্দনীয় পথই বা কোনটি ? আর কিভাবেই বা তাঁর পছন্দনীয় পথে চলতে হবে ? এসব কথা ও নিয়ম কানুন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালার পাঠানো এসব বাণী, বক্তব্য ও নিয়ম কানুনের সমষ্টির নাম হলো 'ইসলাম।'

আমরা একথাও জানতে পারলাম, আল্লাহ্ তায়ালা যে তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের জন্যে তাঁর পছন্দনীয় জীবন যাপনের পথ 'ইসলাম' পাঠিয়েছেন, সে ইসলামকে আমরা দু'টি মাধ্যমে জানতে পারি ঃ

একঃ নবীর প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব 'আল কুরআন'-এর মাধ্যমে। দুইঃ নবীর বাণী, কাজ ও অনুমোদনসমূহের মাধ্যমে। অর্থাৎ নবীর হাদীসের মাধ্যমে।

এখানে আরেকটি কথা বলে নিই। কথাটা হলো, আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে অর্থাৎ হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলাম পালন করার যেসব নিয়ম কানুন, বিধি বিধান, আচার আচরণ ও রীতিপদ্ধতি জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার নাম হলো, 'সুন্নতে রসূল' বা 'রসূলের সুন্নাহ'।

এখন এ আলোচনা থেকে আমাদের কাছে একটি কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। তাহলো, যারা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপনের পথ ইসলামকে জানতে চায় এবং ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যি ঃ

১. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।
২. নবীর হাদীস ও সুন্নাহ্‌কে পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে।

তাহলে 'হাদীস কেন পড়বো? এ প্রশ্নটির জবাব এখন সুন্দরভাবে আমাদের জানা হয়ে গেলো!

হাদীস কোথায় পাবো?

এখন তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো, আল্লাহর কিতাব কুরআন তো আমাদের ঘরে ঘরে আছে। কিন্তু নবীর হাদীস কোথায় পাবো? জবাব কিন্তু সোজা। আল্লাহ্‌র কিতাবের মতো নবীর হাদীসও কিন্তু আমরা ঘরে ঘরে রাখতে পারি। সেই ব্যবস্থা আমদের দেশে আছে। কথাটি বুঝিয়ে বলছি।

নবীর সাহবীগণ নবীর কাছ থেকে তাঁর হাদীস জেনে ও শিখে নিয়েছিলেন। সাহাবীদের কাছ থেকে তাঁদের পরবর্তী লোকেরা হাদীস জেনে ও শিখে নেন। অতঃপর তাঁদের থেকে তাঁদের পরবর্তী লোকেরা হাদীস জেনে ও শিখে নেন। এভাবে এক দেড়শ' বছর চলতে থাকে।

এ সময় কিছু লোক হাদীস লিখেও রাখতেন, আবার কিছু লোক মুখস্থও করে রাখতেন।

এরপর খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয হাদীসের শিক্ষকগণকে নির্দেশ দেন, যেখানে যার যে হাদীস জানা আছে, তা সব যেনো সংগ্রহ করে লিখে ফেলা হয়। ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে সাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশে দেশে। সেই সাথে নবীর হাদীসও ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। তাই হাদীসের ছাত্র ও শিক্ষকগণ হাদীস সংগ্রহের জন্যে ছুটে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্তরে। এভাবে তাঁরা সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা নবীর সমস্ত হাদীস সংগ্রহ করে ফেলেন। যিনি যেখানে যে হাদীস পেয়েছেন, তিনি তা সংগ্রহ ও সংকলন করে ফেলেন।

এভাবেই সংকলিত হয়ে যায় নবীর হাদীসের বিরাট বিরাট গ্রন্থ। তাঁদের সংকলন করা হাদীসের গ্রন্থগুলো আমাদের কাছে এখন ছাপা হয়ে মওজুদ রয়েছে। কয়েকজন বড় বড় হাদীসের উস্তাদ এবং তাঁদের সংগ্রহ ও সংকলন করা হাদীস গ্রন্থগুলোর নাম বলে দিচ্ছি ঃ

১. মালিক ইবনে আনাস (৯৩-১৬১ হিজরী)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থের নাম 'মুয়াত্তা' বা 'মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক।'

২. আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী)। গ্রন্থঃ মুসনাদে আহমদ।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী)। গ্রন্থঃ 'আল জামেউস সহীহ'। 'সহীহ বুখারী' নামে সুপরিচিত।

৪. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (২০২-২৬১ হিজরী)। গ্রন্থঃ সহী মুসলিম।

৫. আবু দাউদ আশআস ইবনে সুলাইমান (২০২-২৭৫ হিজরী)। গ্রন্থঃ সুনানে আবু দাউদ।

৬. আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিজরী)। গ্রন্থঃ সুনানে তিরমিযী।

৭. আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী (মৃত্যু-৩০৩ হিজরী)। গ্রন্থঃ সুনানে নাসায়ী।

৮. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)। গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ্।

এই বিখ্যাত আটজন মুহাদ্দিসের সংকলিত এই আটখানা হাদীস গ্রন্থ[১] সবচাইতে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। শেষের ছয়খানা গ্রন্থ 'সিহাহ্ সিত্তা' বা 'বিশুদ্ধ ছয়গ্রন্থ' নামে পরিচিত।

এই আটখানা এবং এ রকম অন্যান্য বড় বড় গ্রন্থ থেকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস বাছাই করে আবার অনেকগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এগুলো হলো বাছাই করা সংকলন। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ

১. মিশকাতুল মাসাবীহ্। সংকলন করেছেন অলীউদ্দীন আল খতীব।

২. বুলূগুল মারাম। সংকলন করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেযে হাদীস এবং সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাতা ইবনে হাজর আসকালানী।

৩. রিয়াদুস সালেহীন। সংকলন করেছেন সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাতা ইয়াহিয়া ইব্নে শরফ নববী।

৪. মুনতাকিল আখবার। সংকলন করেছেন আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া। ইনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দাদা।

এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো সংকলন রয়েছে। বাংলা ভাষায়ও বেশ কিছু সংকলন তৈরী হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে ও প্রকাশ হয়েছে। সুতরাং হাদীস কোথায় পাবো? সে প্রশ্নের জবাবও আমরা পেয়ে গেলাম।

---

১. এই আটখানা গ্রন্থের প্রায়গুলোই বাংলায় প্রকাশ হয়েছে। বাকীগুলোও হওয়ার পথে।

হাদীস আরম্ভ

দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে পরকালে প্রশ্ন করা হবে

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِىْ مَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

১. কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে বনী আদমের পা এক কদমও নড়তে পারবেনা। সেগুলো হলো ঃ
   ১. সে নিজের জীবনটা কোন্ পথে কাটিয়েছে?
   ২. যৌবনের শক্তি কোন্ কাজে লাগিয়েছে?
   ৩. ধন সম্পদ কোন্ পথে উপার্জন করেছে?
   ৪. কোন্ পথে ধন সম্পদ ব্যয় করেছে?
   ৫. দীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু জানতো, সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে। [তিরমিযী ঃ ইবনে মাসউদ রাঃ]

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে আমাদরে প্রিয় নবী আমাদেরকে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের জীবনের একটি মুহূর্তও অকারণে নষ্ট করা যাবেনা। অন্যায় পথে একটি পয়সাও উপার্জন করা যাবেনা। আল্লাহ্র মর্জির খেলাফ কাজে একটি পয়সাও খরচ করা যাবেনা। আর দীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চলতে হবে। কারণ, আল্লাহর কাছে একদিন এগুলোর হিসাব দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই মরতে হবে এবং আল্লাহর কাছে হাযির হতে হবে। তাই সেদিনকার মুক্তির ব্যবস্থা পৃথিবী থেকেই করে যেতে হবে।

মৃত্যুর আগে জীবনকে কাজে লাগাও

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيٰوتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ -

২. পাঁচটি খারাপ সময় আসার আগে পাঁচটি ভালো সময়কে কাজে লাগাও ঃ
১. বুড়ো হবার আগে যৌবনের শক্তিকে,
২. অসুখ হবার আগে সুস্থ থাকার সময়কে,
৩. অভাব অনটন আসার আগে সচ্ছলতাকে,
৪. ব্যস্ত হয়ে পড়ার আগে অবসর সময়কে এবং
৫. মরণ আসার আগে জীবিত থাকার সময়কে। (তিরমিযী ঃ আমর ইবন মাইমুন রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ অনেক মানুষ কেবল এই দুনিয়ার অর্থ সম্পদ এবং মান মর্যাদা লাভ করবার ও ভোগ করবার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। পরকালের মুক্তির জন্য কি আমল করলো আর মরণের পরে কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সে বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করেনা। আসলে দুনিয়ার জীবনটা একটা সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা করা সকলেরই কর্তব্য।

পরকালের জন্যে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ -

৩. আসল বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলো এবং মরণের পরের জন্য আমল করলো। আর বোকা দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে নিজের

নফসকে কামনা বাসনার অনুসারী করে দিয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে বলে মিথ্যা আশা করে বসে আছে। (তিরমিযী ঃ শাদ্দাদ ইবন আউস রাঃ)

প্রকৃত মুমিন

সত্যিকার ঈমানদার কিভাবে হওয়া যায়, হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً۔

৪. ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাধ পেয়েছে (অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানদার হয়েছে), যে ব্যক্তি সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহ্কে 'রব' মেনে নিয়েছে। ইসলামকে 'দীন' মেনে নিয়েছে। আর মুহাম্মদকে 'রসূল' মেনে নিয়েছে। (মুসলিমঃ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটিতে বলা হয়েছে, প্রকৃত মুমিন হতে হলে মনের সন্তুষ্টির সাথে তিনটি কথা স্বীকার করতে হবে। সেগুলো হলোঃ

১. আল্লাহ্কে রব হিসেবে স্বীকার করতে হবে।
২. ইসলামকে দীন বা জীবন চলার পথ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং
৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল মেনে নিতে হবে।

আল্লাহ্কে রব মানার অর্থ কি?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্কে যে 'রব' বলে স্বীকার কতে হবে, সেই 'রবের' মানেটা কি?

'রব' মানে হচ্ছে, মালিক, প্রভু, গার্জিয়ান, প্রতিপালক, রক্ষক, সকল ক্ষমতার অধিকারী, কর্তা, শাসক। আমি আল্লাহ্কে রব মানি, এই কথার অর্থ হলো, আমি কেবল আল্লাহ্কেই একমাত্র মালিক, অভিভাবক, প্রতিপালক, রক্ষক, ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকর্তা মানি। আল্লাহ্কে ছাড়া আর কাউকেও মালিক মনে করিনা। আর

কাউকেও প্রভু মানিনা। প্রয়োজন পূরণকারী মনে করিনা। রক্ষাকর্তা মনে করিনা। আর কারো হুকুম মানিনা। আইন মানিনা। আর কারো কাছে মাথা নত করিনা। এগুলিই হলো আল্লাহ্কে রব মানার অর্থ। আল্লাহ্কে এভাবে মেনে নিলেই তাঁকে রব মানা হয়। আর তাঁকে এভাবে মানাই ঈমানের দাবী।

দীন কাকে বলে?

এবার দেখা যাক ইসলামকে 'দীন' মানার অর্থ কি?

'দীন' মানে, জীবন যাপনের পথ। মানুষ তার গোটা জীবন কিভাবে চালাবে? কিভাবে ঘর সংসার চালাবে? কোন্ নীতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করবে, চাষ বাস করবে? কিভাবে দেশ চালাবে, সমাজ চালাবে? কিভাবে আল্লাহ্র ইবাদাত করবে? এসব নিয়ম কানুন ইসলামে রয়েছে। এসব নিয়ম কানুনকেই দীন বলা হয়। ইসলামকে দীন মেনে নেয়ার মানে হলো, ইসলাম মানুষের জীবনের সকল কাজ কারবার চালাবার জন্যে যে নিয়ম কানুন এবং বিধি বিধান দিয়েছে, সেগুলোকে মেনে নিয়ে, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

মানুষের জীবনের ছোট বড় সকল কাজের ব্যাপারেই ইসলাম নিয়ম কানুন দিয়েছে। একেবারে পায়খানা পেশাব কিভাবে করতে হবে, তা থেকে নিয়ে রাষ্ট্র কিভাবে চালাতে হবে? এইসব ব্যাপারেই ইসলাম নিয়ম কানুন বলে দিয়েছে। আর এই গোটা নিয়ম কানুন ও বিধি ব্যবস্থার নামই হলো 'দীন ইসলাম' বা ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের পথ।

রসূল মানার অর্থ কি?

এবার দেখা যাক, হাদীসে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল মানার কথা বলা হলো, তার আসল মর্ম কি?

আসলে মুখে মুখে কেবল 'ইয়া রসূলাল্লাহ' বললেই তাঁকে রসূল মানা হয়না। তাঁকে রসূল মানার অর্থ হলো, এই কথাগুলো মেনে নেয়া যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে মানুষের কাছে জীবন যাপন করার সকল নিয়ম কানুন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে,

তা তিনি নিজের জীবনে আমল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি যা কিছু সত্য বলেছেন, তাই সত্য। আর যা কিছু মিথ্যা বলেছেন, তা সবই মিথ্যা। তিনি যা করতে বলেছেন, তাই করতে হবে। সেটাই ইসলাম। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করা যাবে না। কারণ সেটা কুফরী। তিনি ইসলামের যে কাজ যেভাবে করেছেন, আমাদেরকেও সে কাজ ঠিক সেভাবে করতে হবে। এটাকেই বলে সুন্নতে রসূলের অনুসরণ করা। তিনিই সত্য মিথ্যার মাপকাঠি। সেই মাপকাঠিতে মেপে মেপেই সকল মুসলমানকে আমল করতে হবে। এই হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল মানার অর্থ।

ইচ্ছা বাসনাকে দীনের অধীন করো

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ-

৫. তোমাদের চিন্তা ভাবনা, কামনা বাসনা ও মতামত আমার নিয়ে আসা দীন ও শরীয়ত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবেনা। (মিশকাত ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটির বক্তব্য হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা দীন ইসলাম অনুযায়ী নিজের চিন্তা ও জীবনকে গঠন করলেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে। তবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে ইসলাম অনুযায়ী চিন্তা ও জীবন গঠন করা যায়না। কারণ কোনো জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, সে জিনিসের আকাংখা করা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন গড়া কেমন করে সম্ভব?

জ্ঞানের পথে পা ফেলো

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ -

৬. যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্যে কোনো পথ চলে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্যে বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি থেকে জানা গেলো, জ্ঞান লাভের কাজে বিরাট ফায়দা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যারা পড়ালেখা জানে না, তারা কিভাবে দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে?

হ্যাঁ, যারা পড়ালেখা জানে, তাদের জন্যে জ্ঞানার্জন করা তো খুবই সহজ। আর যারা পড়ালেখা না শিখেই বড় হয়েছে, তারাও জ্ঞানার্জন করতে পারে।

নবীর সাথীরা সবাই পড়ালেখা জানতেননা। এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও পড়ালেখা জানতেননা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর তাঁর সাহাবীরা তাঁর থেকে শুনে শুনে জ্ঞানার্জন করেছেন। পড়েও জ্ঞানার্জন করা যায়। শুনেও জ্ঞানার্জন করা যায়। সাহাবীগণ শুনেই জ্ঞানার্জন করেছেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

৭ "(দীনের) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয।"

সাহাবীগণ শুনে শুনেই এ ফরয আদায় করেছেন। বর্তমানেও যারা পড়ালেখা জানেননা, তাদেরকে শুনে শুনেই দীন ইসলামের জ্ঞানার্জন করতে হবে। যারা দীন সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান রাখেন, তাদের থেকেই দীন সম্পর্কে শুনতে হবে।

আরেকটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى -

৮. "যে জ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা করে, তার এ কাজের দ্বারা তার অতীতের অপরাধসমূহ মাফ হয়ে যায়।"

সুতরাং এতোদিন জ্ঞানার্জনের কথা চিন্তা না করে থাকলেও এখন থেকে শিশু কিশোর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পুরুষ নারী সকলকেই দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একান্ত দরকার। যারা আমল করার নিয়তে দীন ইসলাম সম্পর্কে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তায়ালা এই নেক নিয়তের কারণে তাদের অতীত অবহেলার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

কুরআন শিখো কুরআন শিখাও

তোমরা তো জানো জানো গোটা বিশ্ব জগত সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা। আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনিই সৃষ্টি করছেন। তিনিই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আমরা কিভাবে জীবন যাপন করলে দুনিয়ায় শান্তি পাবো এবং পরকালে মুক্তি পাবো, জান্নাত পাবো, তা কেবল তিনিই জানেন। তিনি দয়া করে কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন সঠিক জীবন যাপন করার পথ। তাই কুরআনকে জানা, বুঝা এবং মানা আমাদের সবচাইতে বড় কর্তব্য। এ কর্তব্য যারা পালন করে তাদের চাইতে উত্তম মানুষ আর হয়না।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ -

৯. "তেমাদের মাঝে সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।" (বুখারী ঃ উসমান রাঃ)

এসো কুরআনের পথে এসো আলোর পথে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللّٰهِ وَالنُّوْرُ الْمُبِيْنُ
وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِّمَنْ تَمَسَّكَ بِهٖ

وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبَعَهُ -

১০. "এই কুরআন আল্লাহ্‌র রশি, অনাবিল আলো, নিরাময়কারী ও উপকারী বন্ধু। যে তাকে শক্ত করে ধরবে তাকে সে রক্ষা করবে। যে তাকে মেনে চলবে সে তাকে মুক্তি দেবে।" (মুসতাদরিকে হাকিম ঃ ইবনে মাসউদ)

শিক্ষককে শ্রদ্ধা করো

মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَوَاضَعُوْا لِمَنْ تَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ -

১১. "তোমরা জ্ঞান শিক্ষা করো এবং শিক্ষকের প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হও।" (তিবরানী ঃ আবু হুরাইরা)

সমানে সমান

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে চলে, আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে, সে তার প্রতিটি নেক কাজের জন্যেই আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে। কিন্তু যে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, আল্লাহ্‌র পথে চতে বলে এবং দীনের শিক্ষা দান করে, সে কী পাবে? প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ -

১২. "যে ব্যক্তি ভালো কজে উদ্বুদ্ধ করে, সে ভালো কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য (পুরস্কার পাবে)।" (তারগীব ও তারহীবঃ আবু হুরাইরা রাঃ)।

ব্যাখ্যাঃ যে ব্যক্তি মানুষকে সৎ ও কল্যাণের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, পরকালে সে বিরাট লাভবান হবে। কারণ সে নিজের ভালো কাজের পুরস্কার তো পাবেই, আবার সেই সাথে অন্যদেরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করার পুরস্কারও পাবে। তার পুরস্কার হবে ডাবল।

নামায পড়ো রীতিমতো

কোনো মুসলমান নামায ত্যাগ করতে পারেনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَقَدْ كَفَرَ ـ

১৩. "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যাঃ অন্য হাদীসে প্রিয় নবী বলেছেন, নামায ত্যাগ করলে মুসলমান আর কাফিরের মধ্যে পার্থক্য থাকেনা। সুতরাং মুসলমান কোনো অবস্থাতেই এক ওয়াক্ত নামাযও ত্যাগ করবেনা। হাতে যতো কাজই থাকুক না কেন, যতো অসুবিধাই থাকুক না কেন, সময় মতো নামায পড়ে নিতে হবে। কারণ, নামায পড়া আল্লাহ্র হুকুম।

নামায পড়লে ক্ষমা পাবে

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সুফল সম্পর্কে বলেছেনঃ

خَمْسُ صَلَوٰتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ ـ

১৪. "আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই নামাযগুলো আদায় করার জন্যে সুন্দরভাবে ওযু করে, প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায সময়মতো পড়ে, ঠিক ঠিক মতো রুকু সিজদা করে আর আল্লাহ্র ভয়ে বিনীতভাবে নাময আদায় করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহ্র দায়িত্ব।" (আবু দাউদ)

নামায পড়ো জামাত গড়ো

জামাতে নামায পড়লে সওয়াব বেশী হয়। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔

১৫. "একা একা নামায পড়ার চাইতে জামাতে নামায পড়ার মর্যাদা সাতাশ গুণ বেশী।" (মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাঃ)

মানে জামাতে নামায পড়া লোকেরা পরকালে তাদের জামাতে নামায পড়ার জন্যে সাতাশ গুণ বেশী পুরস্কার পাবে।

জামাত ছাড়লে শয়তান ঘেঁষে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا تَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ۔

১৬. কোনো গ্রামে বা এলাকায় যদি তিনজন মুসলমানও থাকে, আর তারা যদি নামাযের জামাত কায়েম না করে, তবে শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং জামাতে নামায আদায় করা তোমাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। কারণ, পাল ত্যাগ করা ভেড়াকে বাঘে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ ঃ আবু দারদা রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের উদাহরণটা খুব চমৎকার। কোনো ভেড়া পাল ত্যাগ করে যদি একা একা বিচ্ছিন্নভাবে চরতে যায়, তখন তাকে

যেমন বাঘে খেয়ে ফেলা সহজ, তেমনি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া লোককে ধোঁকা দেয়া শয়তানের পক্ষে খুবই সহজ। অর্থাৎ মুসলমান দলবদ্ধ থাকলে তাদের কাছে শয়তান ঘেঁষতে ভয় পায়।

যাকাত করো পরিশোধ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত সম্পর্কে বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ -

১৭. "আল্লাহ্ যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। যাকাত ধনীদের থেকে আদায় করা হবে আর দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীসে যাকাত সম্পর্কে তিনটি কথা পাওয়া গেলোঃ
এক ঃ যাকাত দেয়া ফরয।
দুই ঃ যাকাত ধনীদের থেকে আদায় করতে হয়।
তিন ঃ যাকাত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হয়।

ফসলের যাকাত উশর

যাদের ফসলাদি উৎপন্ন হয়, তাদেরকে ফসলেরও যাকাত দিতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْكَانَ عَشَرِيًّا اَلْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৮. "যে জমিতে বৃষ্টি, বর্ষার পানি এবং নদী নালার পানিতে বিনা সেচে ফসল জন্মে, কিংবা নদী বা খালের কাছে বলে সেচের প্রয়োজন হয়না, সেই জমিতে যে ফসল হয়, তার দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যেসব জমিতে শ্রমের মাধ্যমে পানি সেচ করতে হয়, সেসব জমিতে যে

ফসল হয়, তার বিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। (বুখারী)

● উশর মানে একদশমাংশ বা দশভাগের একভাগ।

রমযান মাসের রোযা রাখো

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের রোযা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً ـ

১৯. "আল্লাহ্ এই মাসে (রমযান মাসে) রোযা রাখা ফরয করে দিয়েছেন।" (মিশকাত)

রোযার পুরস্কার আল্লাহ্ নিজে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেনঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزٰى بِهٖ ـ

"বান্দা আমার জন্যে রোযা রাখে, সুতরাং আমি নিজেই রোযাদারের পুরস্কার।" (মিশকাত)

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ নিজেই যদি রোযার পুরস্কার হন, তবে এর চাইতে বড় পুরস্কার আর কিছু হতে পারে কি? আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান। যে আল্লাহকে পায়, তার আর কি প্রয়োজন?

রোযা রাখো মিথ্যা ছাড়ো

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ـ

২০. "যে ব্যক্তি রোযা রেখেও মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কাজকর্ম ছাড়তে পারলোনা, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহ্র কোনো প্রয়োজন নেই।" (বুখারী)

পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো

রসূলুল্লাহ্র বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا- قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ-

২১. "আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলামঃ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ সময়মতো নামায পড়া। আমি বললাম তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ্র তিনটি অতি প্রিয় কাজের মধ্যে একটি হলো, বাবা মার সাথে সদ্ব্যবহার বা উত্তম আচরণ করা। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে কিন্তু পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ এবং তাঁদের সেবা করার হুকুমই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا-

"আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি।" (আনকাবূত ঃ ৮)

কুরআনে আরেক জায়গায় আল্লাহ্ বলেনঃ

"তোমার প্রভু হুকুম দিচ্ছেনঃ তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব

করবেনা। বাবা মার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের কোনো একজন কিংবা দুজনই যদি বৃদ্ধ অবস্থায় তোমার কাছে থাকে, তবে (তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে) 'উহ্' পর্যন্ত বলবেনা। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবেনা। তাদের সাথে কথা বলবে সম্মানের সাথে। তাঁদের সাথে বিনয় ও নম্রতার আচরণ করবে। আর তাদের জন্যে এভাবে দোয়া করবেঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا -

প্রভু! এদেঁর দুজনকেই দয়া করো, যেমন করে স্নেহ মমতার সাথে তারা শিশুকাল থেকে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।" (বনী ইসরাইল ঃ ২৩, ২৪)

সূরা লুকমানে আল্লাহ্ পাক পিতা মাতা সম্পর্কে একথাটিও বলে দিয়েছেন যে, পিতা মাতা যদি মুশরিকও হয়, তবু এই পৃথিবীর জীবনে তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহারই করবে। তবে তারা যদি তোমাকে শিরক কিংবা পাপের দিকে ডাকে, সে ডাকে সাড়া দেবেনা।

বাবা মাকে কষ্ট দিওনা

আবী বকরা নুফাঈ বিন হারিছ (রাঃ) বলেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেনঃ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

২২. "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি তা বলবো? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললামঃ অবশ্যি, হে আল্লাহ্র রসূল। তিনি বললেনঃ ১.আল্লাহ্র সাথে শরীক করা ২. বাবা মাকে কষ্ট দেয়া। এযাবত তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ ৩. সাবধান মিথ্যা কথা বলা এবং ৪. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া এতো বড় গুনাহ্ বলেই তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের সাবধান করে গেছেন। একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا؟
قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ -

২৩. "ওগো আল্লাহ্র রসূল! সন্তানের উপর পিতা মাতার অধিকার কি? তিনি বললেনঃ তারা তোমার জান্নাত, আবার তারাই তোমার জাহান্নাম।" (ইবনে মাজাহ্ ঃ আবু উমামা রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ এ দুটি হাদীস থেকে জানা গেলো, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার কাজ। অপরদিকে তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করা জান্নাতে যাওয়ার কাজ। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তার পিতা মাতার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে, কিয়ামতের দিন এ বিষয়টির হিসাব নেয়া হবে। যেসব কারণে মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে তন্মধ্যে এটিও একটি বিবেচনার বিষয় হবে।

দোয়া করো পিতা মাতার জন্যে

প্রিয় নবীর সাথী আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا
مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ -

২৪. "মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলও ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল (আমলনামায়) যোগ হতে থাকেঃ ১. সদকায়ে জারিয়া ২. কল্যাণময় শিক্ষা ৩. এমন সৎ সন্তান যে মৃত পিতা মাতার জন্যে দোয়া করে।" (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা)

ব্যাখ্যাঃ 'সদকায়ে জারিয়া' মানে এমন জনসেবার কাজ, যা দ্বারা বছরের পর বছর মানুষ উপকৃত হয়। তাদ্বারা যতোদিন মানুষ উপকৃত হবে, ততোদিন এই সেবাদানকারীর আমল নামায় নেক আমল যোগ হবে।

'কল্যাণময় শিক্ষা' মানে এমন জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যাওয়া এবং মানুষের মধ্যে প্রচার করে যাওয়া, যার ফলে মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম আল্লাহ্র পথে চলতে থাকে। এ শিক্ষাদান থেকেও মৃত ব্যক্তির আমল নামায় নেক আমল যোগ হতে থাকবে।

মৃত পিতা মাতার জন্যে সৎ সন্তানের দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করেন। সৎ সন্তানের দোয়ায় মৃত পিতা মাতার নেক আমল বৃদ্ধি পায়।

মুসলমান মুসলমানের ভাই

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

২৫. "মুসলমান মুসলামানের ভাই। তাই এক মুসলমান ভাই তার আরেক মুসলমান ভাইয়ের প্রতি যুলুম করতে পারেনা। তাকে ঘৃণা করতে পারেনা। অপমান করতে পারেনা। যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করলো, বা ছোট মনে করলো, সে অত্যন্ত খারাপ লোক। যে কোনো মুসলমানের রক্ত, অর্থ সম্পদ এবং মান ইজ্জত সকল মুসলমানের নিকট সম্মানিত।" (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রাঃ)

সাহায্য করো দীনি ভাইকে

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিদায়াত দিয়ে গেছেনঃ

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا! قَالَ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُهٗ اِيَّاهُ -

২৬. "তোমার মুসলমান ভাইকে সাহায্য করো, সে যালিম হোক কিংবা মযলুম। একথা শুনে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ মযলুমকে তো সাহায্য করতে পারবো, কিন্তু যালিমকে কিভাবে সাহায্য করবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যুলুম করা থেকে তাকে বিরত রাখাটাই তাকে সাহায্য করা।"

ব্যাখ্যাঃ যে জুলুম করে, এই যুলুম করাটা তার ক্ষতি বা গুনাহ্। আর যুলুম না করাটা হলো নেক কাজ। যুলুম করা থেকে তাকে বিরত রাখার মাধ্যমে গুনাহ্ থেকে তাকে বাঁচানো হলো এবং নেক কাজে সাহায্য করা হলো। এটাই হচ্ছে যালিমকে সাহায্য করার অর্থ।

সৎ ব্যবসায়ী অতি মহান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -

২৭. "সৎ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পরকালে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।" (তিরমিযী ঃ আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ অনৈসলামী সমাজে সৎ পথে ব্যবসা করা যে খুব কঠিন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিকার মুসলমান ব্যবসায়ী কোনো অবস্থাতেই ব্যবসায়ে অসততা অবলম্বন করতে পারেনা।

সততার সাথে ব্যবসা করার জন্যে তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। তবেই হাদীসে বর্ণিত এই মর্যাদা লাভ করা যাবে।

পরের জমির আইল ঠেলোনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ۔

২৮. "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিও দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তবক যমীনের বেড়ী পরানো হবে। (বুখারী ঃ সায়ীদ ইবনে যায়েদ রাঃ)

ফল ফসল সদকা হবে

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ۔

২৯. "কোনো মুসলমান যদি ফসলের ক্ষেত করে, কিংবা ফলের গাছ লাগায় আর তা থেকে মানুষ বা পশু পাখি যে আহার করে, সেটাকে ঐ মুসলমান ব্যক্তির সদকা হিসেবে আল্লাহ্ লিখে রাখেন। (মুসলিম)

শ্রমের মর্যাদা জানো কি?

সততার সাথে গায়ে খেটে যারা উপার্জন করে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা পায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ۔

৩০. "আল্লাহ্ তায়ালা পরিশ্রম করে উপার্জনকারী মুমিনকে ভালবাসেন।" (তিবরানী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَّبْرُوْرٌ وَّ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ -

৩১. "সর্বোত্তম রোজগার হলো, আল্লাহ্র পছন্দনীয় তরীকায় ব্যবসা করা এবং গায়ে খেটে উপার্জন করা।" (মুসনাদে আহ্মদ)

স্বজন পোষণ দানের কাজ

সৎ পথে উপার্জন করে নিজের সংসার চালালে তাতেও আল্লাহ্ তায়ালা সদকার সওয়াব দেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَ مَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ -

৩২. "তোমার উপার্জন থেকে যা তুমি নিজে খাও, তাতে তোমার জন্যে দানের সওয়াব রয়েছে। যা তোমার সন্তানের জন্যে ব্যয় করো তাও তোমার একটি দান। যা বিবির জন্যে ব্যয় করো, তাও দান। যা চাকর বাকরের জন্যে ব্যয় করো, তাও সদকা। (তারগীব ও তারহীব ঃ মিকদাম বিন মাদীকরব রাঃ)

ধার করয দাও সবে

আমরা এক সমাজে বাস করি। নিজেদের প্রয়োজনে টাকা পয়সা ধার করয নিই এবং ধার করয দিই। আমাদের এক ঘরের মেয়েরা আরেক ঘর থেকে নুন, তেল, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি ছোট খাটো

জিনিস ধার করয নেয়, দেয়। এইরূপ ধার করয দেয়ার মধ্যে কোনো সওয়াব আছে কি? হাঁ, অবশ্যি আছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ ـ

৩৩. "প্রত্যেকটা ধার করযাই একটি দান।" (তারগীব ঃ ইবনে মাসউদ রাঃ)

তিনি আরো বলেছেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ مَرَّتَيْنِ ـ

৩৪. "কোনো মুসলমান তার মুসলমান ভাইকে একবার ধার দিলে, সে দুইবার দান করার সওয়াব পাবে।" (ইবনে মাজাহ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ)

হিংসা করো ত্যাগ

কোনো মুসলমানের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ থাকতে পারবেনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে এ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ

৩৫. "তোমরা কিছুতেই পরস্পরকে হিংসা করবেনা। কারণ, হিংসা মানুষের নেক আমলকে ঠিক সেইভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন শুকনো কাঠখড়ি খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ ঃ আবু হুরাইরা রাঃ)

দুঃখীজনে দয়া করো

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ـ

৩৬. "তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্র কাছে কিয়ামতের কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবে সে যেনো অভাবী দেনাদারকে সময় দেয়, কিংবা নিজের পাওনা মাফ করে দেয়।" (মুসলিম ঃ কাতাদা রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ ঋণগ্রস্ত লোক দুই প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার ঋণগ্রস্ত লোক সত্যি অভাবী। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করতে পারেনা। এদেরকে সময় দেয়া উচিত, কিংবা এদের ঋণ মাফ করে দেয়া উচিত। আরেক প্রকার ঋণগ্রস্ত লোক তারা, যারা ঋণ পরিশোধের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করেনা। এরা খুবই খারাপ লোক। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করাটা কিন্তু খুবই শক্ত গুনাহ্।

ঋণ করো পরিশোধ

কেউ যদি ঋণ করার পর তা পরিশোধ না করে, কিংবা পরিশোধ করার সামর্থ না থাকলে ক্ষমা চেয়ে না নেয়, তবে সে যদি আল্লাহ্র পথে শহীদও হয়ে যায়, তবু এই ঋণ পরিশোধ না করার গুনাহ্ তার মাফ হবেনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

يُغْفَرُ لِلشُّهَدَاءِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ -

৩৭. "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, তার সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেয়া হবে। তবে দেনার ব্যাপারটা মাফ করা হবেনা।" (মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

আমানত করোনা খিয়ানত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ -

৩৮. "যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তুমি তার আমানত ফিরিয়ে দাও। আর যে তোমার খিয়ানত করেছে তুমি তার খিয়ানত করোনা।" (তিরমিযী ঃ আবু হুরাইরা রাঃ)

ঠকাবেনা ওয়ারিশকে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَرِثِهٖ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৯. "যে ব্যক্তি কোনো ওয়ারিশকে তার ওয়ারিশী থেকে বঞ্চিত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বেহেশতের ওয়ারিশী থেকে বঞ্চিত করবেন।" (ইবনে মাজাহ ঃ আনাস রাঃ)

সুদের কাছে যেয়োনা

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা সুদ সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছেন। সুদের সাথে জড়িত হওয়া কবীরা গুনাহ্। নবীর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلِهٖ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبِهٖ -

৪০. "যারা সুদ খায়, যারা সুদ দেয়, যারা সুদের সাক্ষী হয় এবং যারা সুদের আদান প্রদান লেখে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।" (বুখারী ঃ ইবনে মাসউদ রাঃ)

ঘুষ দিয়োনা ঘুষ নিয়োনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ -

৪১. "ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।" (বুখারী ঃ ইবনে উমর রাঃ)

তিনি আরো বলেছেন ঃ "ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা দু'জনই জাহান্নামে থাকবে।"

বাধা দাও অন্যায় কাজে

বর্তমানে আমাদের সমাজ অন্যায়ে ভরে গেছে। অল্প কিছু লোক ছাড়া সমাজের বড় কর্তা থেকে আরম্ভ করে ছোট কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই অন্যায় কাজ করে। এই সমাজে অন্যায় করা এবং অন্যায় পথে চলাই সহজ। অন্যায়কারীদের জন্যে সমাজে টিকে থাকাই কঠিন।

কিন্তু একথা জেনে রাখা দরকার, কোনো সমাজে সত্যিকার মুসলমান থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করা কর্তব্য। মুসলমানরা যদি ইসলাম বিরোধী কাজ না ঠেকায়, তবে তাদের ঈমান আছে বলেই ধরা যায়না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

৪২. "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কাজ হতে দেখে, তবে সে যেনো শক্তি প্রয়োগ করে তা ঠেকায়। আর তার যদি সেই শক্তি না থাকে, তবে যেনো মুখে নিষেধ ও সমালোচনা করে। এটাও করার অবস্থা যদি না থাকে, তবে সে যেনো মনে মনে সে কাজকে ঘৃণা করে এবং তার পরিবর্তন চায়। আর এই মনে মনে ঘৃণা করাটা একেবারে দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।" (মুসলিম ঃ আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ)

আদেশ দাও সৎ কাজে

কোনো সমাজের ভালো লোকেরা যদি এক হয়ে সত্য ন্যায় ও সুকীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন না করে, তবে দুনিয়াতেই তাদের উপর চরম যুলুম, নির্যাতন চলবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَتَأْمُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَلَتَحَاضَنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَيُسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ أَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ -

৪৩. "তোমরা অবশ্যি সৎ কাজের নির্দেশ দিবে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। ভালো কাজে মানুষকে উৎসাহিত করবে। এ কাজগুলো যদি না করো, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সকলকে কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত করবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্ট লোক, তাদেরকে তোমাদের কর্তা ও শাসক বানিয়ে দেবেন। তখন তোমাদের ভালো লোকেরা এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে দোয়া করবে। কিন্তু তখন আর আল্লাহ্ তাদের দোয়া কবুল করবেননা।" (মুসনাদে আহমদ ঃ হুযাইফা রাঃ)

জোট বাঁধো জামাত গড়ো

সমাজের অন্যায়কারীরা সব জোটবদ্ধ। এমতাবস্থায় ভালো লোকেরা একা একা কিভাবে তাদেরকে বাধা দেবে? আর তাদেরকে বাধা না দেয়ার ফলে তো আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিপদের কথা বলেছেন, তা আমাদের উপর চেপেই বসেছে। এমতাবস্থায় সত্যিকার মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে তাদেরকে দলবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিয় নবীও হাদীসে জামাতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

أٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ -

৪৪. "আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছিঃ সেগুলো হলোঃ তোমরা জামাতবদ্ধ থাকবে। নেতার কথা শুনবে। নেতার আনুগত্য করবে। হিজরত

করবে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। আর যে ব্যক্তি জামাত থেকে এক বিঘতও বেরিয়ে যায়, সে পুনরায় জামাতে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেনো ইসলামের রশি নিজের গলদেশ থেকে খুলে ফেললো।" (মুসনাদে আহমদ ঃ হারেছ আশআরী রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ করা। এই হাদীসে হিজরতের দু'টি অর্থ হতে পারেঃ (১) আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কাজ ত্যাগ করা (২) নিজের দেশে যদি আল্লাহ্‌র হুকুম মতো চলার কোনো পথই না থাকে, তবে নিজের দেশ ত্যাগ করে এমন কোনো জায়গায় যাওয়া, যেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম মতো চলার সুযোগ আছে।

হাদীসে আমরা দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ করারও হুকুম করেছেন। কিন্তু আমাদের জন্যে জিহাদ করা কি ফরয?

আসলে জিহাদ করার কথা শুধু নবীই বলেননি, কুরআন পাকে আল্লাহ্‌ও জিহাদ করার হুকুম করেছেন। জিহাদ মানে হলো আল্লাহ্‌র পথে চলার চেষ্টা সংগ্রাম করা এবং কুরআন হাদীস অনুযায়ী সমাজ গড়ার আন্দোলন করা। যে দেশের আইন কানুন কুরআন হাদীস অনুযায়ী নয়, সেদেশে ইসলামের সুখী সমাজ গড়ার জন্যে জিহাদ বা আন্দোলন করা ফরয। তাছাড়া জিহাদ মানুষের শ্রেষ্ঠ আমল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

৪৫. "মানুষের সবচেয়ে ভালো আমল হলো, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলন।" (মিশকাত)

জিহাদ করো মুনাফিকী করোনা

যে দেশে আল্লাহ্‌র দীন কায়েম নাই। আল্লাহ্‌র আইন কানুন মতো দেশ চলেনা। কোর্ট কাছারীতে আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী বিচার হয়না। কর্তা ব্যক্তিরা যুল্‌ম অন্যায় করে। সেই দেশের কোনো মানুষই পুরোপুরি হক পথে, মানে আল্লাহ্‌র পথে চলতে পারেনা।

এই রকম দেশের মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌র আইন এবং সৎ লোকের শাসন কায়েম করার জন্যে জিহাদ করা ফরয। মুসলমান হয়ে কোনো ব্যক্তি একাজ না করলে সে বিরাট গুনাহগার হবে। এমন ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক বলেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسُهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ -

৪৬. "যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক না হয়ে এবং জিহাদে শরীক হবার কোনো চিন্তা না করে মারা গেলো, সে মুনাফিকী নিয়ে মৃত্যুবরণ করলো।" (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রাঃ)

মুনাফিক কে চিনে নাও

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

৪৭. "যার মধ্যে এই চারটি স্বভাব থাকবে, সে পূরো মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটির কোনো একটি স্বভাব থাকবে, সে আংশিক মুনাফিক, যতোক্ষণ না সে এগুলো ত্যাগ করবে। স্বভাবগুলো হলোঃ
১. আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে,
২. কথা বলার সময় মিথ্যা কথা বলে,
৩. ওয়াদা করলে তা খিলাফ করে এবং
৪. বিবাদকালে গালিগালাজ করে। (বুখারী মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাঃ)

ব্যাখ্যাঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, জিহাদ না করলে এ হাদীসের আলোকে কি কাউকে মুনাফিক বলা যেতে পারে? ব্যাপারটা হলো, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্র কুরআন ও তাঁর সুন্নাহ্ আমানত রেখে গেছেন। এখন যে ব্যক্তি মুসলমান হবার পরও কুরআন হাদীস মতো নিজে চলার এবং সমাজ গড়ার সংগ্রাম করলোনা। সেতো তার উপর অর্পিত আমানতের খিয়ানত করলো। মুসলমান হবার দাবী করে মিথ্যা কথা বললো এবং আল্লাহ্কে ইলাহ্ বা হুকুমকর্তা আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল মানার যে ওয়াদা সে করেছে, তা খিলাফ করলো। এমতাবস্থায় সে মুনাফিক হবে নাতো কি হবে?

যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং এতোদিন যে দীন ইসলাম কায়েমের জিহাদ বা আন্দোলনে শরীফ হয় নাই, সেজন্যে তওবা করে এবং সাথে সাথে আন্দোলনে শরীফ হয়ে যায়, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের সে গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। আমাদেরও এই শপথ নেয়া দরকার যে, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের সুখী সমাজ গড়ার জন্যে সংগ্রাম করে যাবো।

আমাদের প্রিয় নবীর জীবনটাই জিহাদ করে কেটেছিলো। জিহাদ করে তিনি নিজ দেশে ইসলামী সমাজ কায়েম করে সে দেশের রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। আর ইসলামকে বিজয়ী করবার জন্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং ইসলামকে বিজয়ী করবার কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানেরই অবশ্য কর্তব্য।

নবীর দলে এসো

যে ব্যক্তি সত্যিকার মুসলিম, সেই নবীর দল বা নবীর উম্মতের লোক। কিন্তু যে চারটি কাজ করবেনা, সে কিন্তু নবীর দলে যাবেনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيْرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ۔

৪৮. "সে আমার দলের লোক নয়, যে বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করেনা, ছোটদের দয়ামায়া ও স্নেহমমতা করেনা, ভালো কাজ করতে বলেনা এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেনা।" (তিরমিযী ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস)

নিজের মর্যাদা বাড়াও

সব মানুষই চায়, নিজের মর্যাদা বাড়ুক। কিন্তু মর্যাদা কিসে বাড়ে, তা কি জানো? হ্যাঁ, আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি একদিন তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেন? "আমি কি তোমাদের বলবো, কিসে মানুষের মর্যাদা বাড়ায়?" তাঁরা বললেনঃ "অবশ্যি বলুন, হে আল্লাহ্র রসূল!" তখন তিনি বললেনঃ

تَحْلُمُ عَلٰى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ وَتَعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِىْ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ -

৪৯. "মর্যাদাদানকারী জিনিসগুলো হলোঃ ১. যে তোমার সাথে মুর্খের মতো ব্যবহার করবে, তুমি তার সাথে বিজ্ঞের মতো আচরণ করবে। ২. যে তোমার প্রতি অবিচার করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ৩. যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দেবে ৪. যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে।" (তারগীব ও তারহীব ঃ উবাদা ইবনে সামিত)

নবীর উপদেশ মেনে নাও

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী মুয়ায বিন জাবাল (রা) বলেন, একদিন প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাতে ধরলেন। কিছু পথ চললেন। তারপর বললেনঃ

يَا مُعَاذُ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَصِدْقِ الْحَدِيْثِ

وَوَفَاءِ الْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَرُحْمِ الْيَتِيْمِ وَحِفْظِ الْجِوَارِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ وَلِيْنِ الْكَلَامِ وَبَذَلِ السَّلَامِ وَلُزُوْمِ الْإِمَامِ -

৫০. "মুয়ায! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিঃ ১. আল্লাহ্কে ভয় করবার ২. সত্য কথা বলবার ৩. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবার ৪. আমানত ফিরিয়ে দেবার ৫. খিয়ানত না করবার ৬. এতীমের প্রতি দয়া করবার ৭. প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করবার ৮. রাগ দমন করবার ৯. নম্র ভাষায় কথা বলবার ১০. সালাম বিনিময় করবার এবং ১১. নেতার সাথে লেগে থাকবার।" (তারগীব ও তারহীব ঃ মুয়ায বিন জাবাল রাঃ)

মুসলমানের অধিকার জেনে নাও

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ - اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

৫১. "মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার আছেঃ ১. সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দেবে ২. ডাকলে সাড়া দেবে ৩. উপদেশ চাইলে কল্যাণময় উপদেশ দেবে ৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তুমি 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলবে ৫. রোগাক্রান্ত হলে সেবা যত্ন করবে এবং ৬. মারা গেলে তার গোসল, জানাযা, কবর ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে।" (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা)

ব্যাখ্যাঃ এগুলো মুসলমানের উপর মুসলমানের সামাজিক অধিকার। এই পারস্পরিক অধিকারগুলো পূর্ণ করার ব্যাপারে প্রত্যেক

মুসলমানেরই সচেতন থাকা উচিত। এই সব অধিকার পূর্ণ না করলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। মুসলমানের উপর মুসলমানের অনেক অধিকার আছে। এই হাদীসে ছয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাত ও জাহান্নামের পথ চিনে নাও

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيْلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: اُنْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ فَجَاءَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا. قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإِذَا قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ - فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَّا يَنْجُوْ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

৫২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আল্লাহ্ যখন জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করলেন, তখন জিব্রীলকে জান্নাতে

পাঠালেন। বললেন, যাও, জান্নাত দেখে এসো এবং জান্নাতবাসীদের জন্যে সেখানে আমি যেসব অনুগ্রহরাজি তৈরী করে রেখেছি, সেগুলোও দেখে এসো।

জিব্রীল এলেন। জান্নাত দেখলেন। তিনি আরো দেখলেন সেসব নিয়ামত, যেগুলো জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহ্ তৈরী করে রেখেছেন। এরপর আল্লাহ্র কাছে ফিরে এসে বললেন, তোমার ইয্যতের শপথ করে বলছি, এমন জান্নাতের খবর যে শুনবে, সেই তাতে প্রবেশ না করে থাকবেনা।

অতপর আল্লাহ্র নির্দেশে জান্নাতকে দুঃখকষ্ট ও বিপদ মুসীবত দিয়ে ঘিরে দেয়া হলো। এবার আল্লাহ্ বললেনঃ হে জিব্রীল! আবার যাও, গিয়ে জান্নাত আর জান্নাতবাসীদের জন্যে আমি তাতে যেসব জিনিস তৈরী করে রেখেছি দেখে এসো। জিব্রীল এলেন পুনরায় জান্নাত দেখতে। এসে দেখলেন, দুঃখকষ্ট আর বিপদ মুসীবত দিয়ে তাকে ঘিরে দেয়া হয়েছে। এবার তিনি ফিরে এসে আল্লাহ্কে বললেন, আপনার মর্যাদার শপথ, আমার ভয় হচ্ছে কেউই এ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা।

অতপর আল্লাহ্ বললেনঃ এবার গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো এবং দেখে এসো (সেইসব ভয়ংকর শাস্তির ব্যবস্থা) যা তার অধিবাসীদের জন্যে তাতে তৈরী করে রেখেছি। তিনি গিয়ে জাহান্নামের (ভয়ংকর) দৃশ্য দেখলেন। ফিরে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্! তোমার ইয্যতের কসম! যে-ই এ (ভয়ংকর) জাহান্নামের সংবাদ শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত হবেনা। অতপর আল্লাহ্র নির্দেশে কামনা বাসনা ও লোভ লালসা দিয়ে জাহান্নামকে ঘিরে দেয়া হলো। এবার আল্লাহ্ বললেনঃ হে জিব্রীল! পুনরায় গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো। নির্দেশমতো তিনি গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে আরয করলেনঃ তোমার ইয্যতের কসম হে আল্লাহ্! আমার আশংকা হচ্ছে সকল মানুষই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং কেউই তা থেকে রক্ষা পাবেনা। (তিরমিযী ঃ আবু হুরাইরা)

সার কথাঃ হাদীসটির সার কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন। জান্নাতকে পরম সুখ ও আনন্দ এবং

সীমাহীন নিয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু তাকে চরম দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসীবত দিয়ে তিনি পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। তার পথ ভীষণ কন্টকাকীর্ণ। তা লাভ করার জন্যে প্রয়োজন কঠিন সাধনা, পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা। জাহান্নামকে বীভৎস ভয়বহ আযাবের স্থানরূপে তৈরী করে রেখেছেন। কিন্তু লোভ লালসা ও কামনা বাসনা দিয়ে তা পরিবেষ্টিত করে দিয়েছেন। তার পথ বড়ই মনোহরী লোভনীয়। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেও প্রয়োজন কঠোর সাধনা এবং পরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন।

এসো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে

কিয়ামতের দিন বিচার ফায়সালা হয়ে যাবার পর যারা বেহেশ্তী হবে, তারা যখন বেহেশ্তে চলে যাবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর সব অনুগ্রহরাজি দান করবেন। তাঁদের প্রাপ্য সমস্ত পুরস্কার তাঁদের দান করবেন। তারা সেগুলো ভোগ করতে থাকবে। দারুন খুশী ও আনন্দের মধ্যে কাটাতে থাকবে। এরি মধ্যে আল্লাহ্ তাদের শুনাবেন আরো একটা বিরাট আনন্দের খবর। সেটি কি? হ্যাঁ শুনো তবেঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضٰى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُوْلُ اَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَبِّ وَاَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

৫৩-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবেনঃ হে জান্নাতবাসী! তারা জবাব দেবেঃ লাব্বায়িকা ওয়াসাদাইকা হে আমাদের রব! তিনি বলবেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট

হয়েছো? তারা বলবেঃ হে আমাদের মালিক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবেনা? আপনি তো আমাদের এতো দিয়েছেন, যা আপনার অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেননি! তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি এর চাইতেও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করবো। তারা বলবেঃ ওগো আমাদের মনিব! এসবের চাইতেও উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তিনি বলবেনঃ তোমাদের প্রতি আমার সন্তোষ চিরস্থায়ী করে দিলাম। আর কখনো আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবোনা। (সহীহ্ বুখারী ঃ আবু সায়ীদ খুদরী)

আল্লাহ্কে দেখতে চাও?

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اَزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ -

৫৪. মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখন বেহেশ্তবাসীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ্ বলবেনঃ তোমরা আমার কাছে আরো অতিরিক্ত কিছু আশা করো কি? তারা বলবে, আমরা এর চেয়ে বেশী আর কি কামনা করতে পারি? আমাদের মুখমন্ডল কি হাস্যোজ্জ্বল করা হয়নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়নি এবং (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি? নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অতপর আল্লাহ্ তা'য়ালা পর্দা সরিয়ে দেবেন। তখন তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে মহান আল্লাহ্কে। বেহেশ্তের অধিবাসীদের কাছে আল্লাহ্কে দেখার চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু আর তখন থাকবেনা। (সহীহ্ মুসলিম ঃ সুহাইব)

এসো নূরের পথে

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ. قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْئٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يُحْجَبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ -

৫৫. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতবাসীরা তাদের নিয়ামতরাজি উপভোগে নিমগ্ন থাকবে। হঠাৎ উপর থেকে তাদের প্রতি নূরের জ্যোতি এসে পড়বে। মাথা উঠিয়ে তাকাতেই তারা দেখতে পাবে উপর দিক থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তশ্রীফ এনেছেন। অতপর তিনি বলবেনঃ আস্সালামু আলাইকুম হে জান্নাতবাসীরা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটাই হচ্ছে কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্যঃ 'দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম দেয়া হবে।' নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতপর আল্লাহ্ তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতোক্ষণ তারা আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকবে ততোক্ষণ অন্য কোনো নিয়ামতের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকবেনা। অতপর আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেয়া হবে। কিন্তু তাদের উপর এবং তাদের ঘর দোরে আল্লাহ্র নূর ও বরকত স্থায়ী হয়ে থাকবে। (ইবনে মাজাহ ঃ জাবির)

এসো আল্লাহ্‌র ছায়ায়

৫৬ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করবেনঃ

১. সুবিচারক ন্যায়পরায়ণ নেতা,

২. ঐ যুবক, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করে বড় হয়েছে,

৩. ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর ঝুলে আছে মসজিদের সাথে,

৪. ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্যে একে অপরকে ভালোবাসে, এ উদ্দেশ্যে তারা একত্র হয় আর এ উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়,

৫. ঐ ব্যক্তি, যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় সুন্দরীও আহবান জানালে সে বলেঃ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি,

৬. ঐ ব্যক্তি, যে এমন গোপনে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে যে, তা তার ডান হাত কি ব্যয় করলো, তার বাম হাত পর্যন্ত জানেনা,

৭. আর ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অশ্রুপাত করে। (বুখারী, মুসলিম)

নিজের মুক্তির ব্যবস্থা নিজে করো

৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল হলোঃ "আর তোমার আত্মীয় প্রতিবেশীদের সর্তক করো" তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরাইশদের একত্র করে) বললেনঃ

হে কুরাইশ! তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনোই উপকার করতে পারবোনা।

হে আবদে মানাফের বংশধর! আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদের

বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবোনা।

হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আপনাদের আমি বিন্দুমাত্র বাঁচাতে পারবোনা।

হে রসূলের ফুফু সুফিয়া! পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারবোনা।

হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার ধন সম্পদ থেকে তোমার যা ইচ্ছে চেয়ে নিতে পারো। কিন্তু পরকালের আযাব থেকে (কেবল কন্যা হবার কারণে) তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবোনা। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদীস থেকে জানা গেলো, স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তাঁর আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেননা, তারা যদি নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা না করে। ঈমান ও আমল ছাড়া তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেনা। অথচ বর্তমানে মুসলিম সমাজ শাফায়াত সংক্রান্ত অলীক ধারণা কল্পনার পিছে ছুটছে। তাদের এ ধারণা কল্পনা পূর্বতন জাহিলী যুগের অন্ধ অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এখানে কুরআন সুন্নাহর আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে শাফায়াতের সঠিক ধারণা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি।
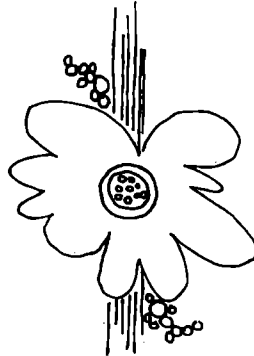
সমাপ্ত

আবদুস শহীদ নাসিম-এর কয়েকটি সেরা বই

মৌলিক রচনা

কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
কুরআনের সাথে পথ চলা
কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
জানার জন্য কুরআন মানার জন্য কুরআন
আল কুরআন আত্ তাফসীর
আল কুরআনের দু'আ
আসুন আমরা মুসলিম হই
কুরআন ও পরিবার
কুরআন হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
সিহাহ সিত্তার হাদীসে কুদসী
হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার
ঈমানের পরিচয়
মুক্তির পথ ইসলাম
ইসলামের পারিবারিক জীবন
চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব
গুনাহ তাওবা ক্ষমা
আপনার প্রচেষ্টার লক্ষ্য দুনিয়া না আখিরাত?
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা
কুরআন হাদিসের আলোকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা
যাকাত সাওম ইতিকাফ
ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
নির্বাচনে জেতার উপায়
ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
শাহাদাত অনির্বাণ জীবন
ইসলামী আন্দোলন : সবরের পথ
আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন ও মাঁও.মওদূদী
বিপ্লব হে বিপ্লব (কবিতা)

কিশোরদের জন্যে লেখা বই

কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
সবার আগে নিজেকে গড়ো
এসো জানি নবীর বাণী
এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি
এসো চলি আল্লাহর পথে
এসো নামায পড়ি
নবীদের সংগ্রামী জীবন ১ম খণ্ড
নবীদের সংগ্রামী জীবন ২য় খণ্ড
সুন্দর বলুন সুন্দর লিখুন
উঠো সবে ফুটে ফুল (ছড়া)
মাতৃছায়ার বাংলাদেশ (ছড়া)

অনূদিত বই

আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন?
রসূলুল্লাহর নামায
ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?
ইসলামের জীবন চিত্র
ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রাম ও নারী
মহিলা ফিকহ্ ১ম খণ্ড
মহিলা ফিকহ্ ২য় খণ্ড
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়
এন্তেখাবে হাদীস
যাদে রাহ্
ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী
রসূলুল্লাহ্র বিচার ব্যবস্থা
দাওয়াত ইলাল্লাহ্ দা'য়ী ইলাল্লাহ্

প্রাপ্তিস্থান
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
মগবাজার,ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২